4th Sem

ক্ষমতার অধিকারী হয়ে ওঠে।

25.7. লর্ড ওয়েলেসলি : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি (Lord Wellesley : The Policy of Subsidiary Alliance)

• **অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রবর্তনের কারণ :** ভারতে নিযুক্ত গভর্নর জেনারেলদের মধ্যে লর্ড ওয়েলেসলি (১৭৯৮-১৮০৫ খ্রিঃ) ছিলেন ঘোর সাম্রাজ্যবাদী। তিনি কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে সে অভিনব পন্থতি গ্রহণ করেছিলেন তা 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি নামে পরিচিত। এক বিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে লর্ড ওয়েলেসলি এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। পূর্বে ১৭৮৪ খ্রিস্টাব্দে 'ভারত শাসন আইন'-এ ভারতের দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে কোম্পানিকে যুদ্ধে লিপ্ত না হবার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ফরাসি সম্রাট নেপোলিয়ান কর্তৃক ভারত আক্রমণের সম্ভাবনা দেখা দিলে ওয়েলেসলি ভারত সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোম্পানির প্রভাব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি প্রয়োগ করেছিলেন। কোনো কোনো ঐতিহাসিকের মতে, ওয়েলেসলি প্রবর্তিত এই নীতির পশ্চাতে অর্থনৈতিক কারণ বিদ্যমান ছিল। তাঁদের মতে, ভারতে ইংল্যান্ড জাত পণ্যদ্রব্য বিক্রয় এবং কাঁচামালের বাজার সম্প্রসারণের এবং দেশীয় রাজ্যগুলির উপর কোম্পানির প্রভাব বৃদ্ধি করার উদ্দেশ্যে এই নীতি প্রবর্তিত হয়েছিল।

অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির শর্ত : লর্ড ওয়েলেসলি কর্তৃক প্রবর্তিত 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতির প্রধান চারটি শর্ত ছিল। (ক) 'অধীনতামূলক মিত্রতা' নীতি গ্রহণকারী কোনো রাজ্য কোম্পানির অনুমোদন ছাড়া অন্য কোনো রাজ্যের যুদ্ধ বা মৈত্রী সম্পর্ক স্থাপন করতে পারবে না। (খ) মিত্রতা গ্রহণকারী রাজ্যে কোম্পানির একদল সৈন্যবাহিনী মোতায়েন থাকবে, এবং ওই সৈন্যবাহিনীর সমস্ত খরচ মিত্র রাজ্যকেই বহন করতে হবে। (গ) মিত্রতা গ্রহণকারী রাজ্যে ইংরেজ ছাড়া অন্য কোনো ইউরোপীয় জাতি ওই রাজ্যে থাকতে পারবে না (ঘ) অধীনতামূলক মিত্রতা গ্রহণকারী রাজ্যের নিরাপত্তার দায়িত্ব কোম্পানি গ্রহণ করবে।

নিজাম : লর্ড ওয়েলেসলি প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি সর্বপ্রথম গ্রহণ করেছিলেন হায়দ্রাবাদের শাসক নিজাম। মারাঠা আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার আশায় নিজাম স্বেচ্ছায় এই নীতি গ্রহণ করেছিলেন। এই নীতির শর্তানুযায়ী নিজাম তাঁর রাজ্য থেকে ফরাসিদের বিতাড়িত করেন এবং ইংরেজ সৈন্যবাহিনীর ব্যয় নির্বাহের জন্য তুঙ্গভদ্রা ও কৃষ্ণানদীর দক্ষিণ উপকূলের অঞ্চলগুলি ইংরেজদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। ১৮০৩ খ্রিস্টাব্দে নিজামের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী সিকন্দর ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন।

মারাঠা রাজ্যের অন্তর্দ্বন্দ্বের সুযোগে ওয়েলেসলি মারাঠাদের অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণে বাধ্য করেছিলেন। হোলকার কর্তৃক পুনে থেকে বিতাড়িত পেশোয়া দ্বিতীয় বাজিরাও পেশোয়া পদে ও পুনে পুনরুদ্ধারের জন্য ১৮০২ খ্রিস্টাব্দে বেসিনের সন্ধি স্বাক্ষর করে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করেন, দ্বিতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে পরাজিত হয়ে ভোঁসলে এবং সিন্ধিয়া এই নীতি গ্রহণে বাধ্য হয়েছিলেন (১৮০৩ খ্রিঃ)।

নানা কৌশলে রাজ্য বিস্তার : অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি ছাড়াও ওয়েলেসলি নানান কৌশলে ও সামরিক শক্তির সাহায্যে সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি কুশাসনের অজুহাতে অযোধ্যার প্রায় অর্ধেকাংশ কোম্পানীর অধীনে এনেছিলেন। তাঞ্জোর উত্তরাধিকার সংক্রান্ত বিরোধের সুযোগে ওয়েলেসলি তাঞ্জোর ও সুরাটের শাসনভার গ্রহণ করেছিলেন ইংরেজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অজুহাতে ওয়েলেসলি কর্ণাটকের শাসনভার ইংরেজ কর্মচারীদের হাতে অর্পণ করেছিলেন। এইভাবে ওয়েলেসলি ছলে, বলে, কৌশলে কোম্পানির সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন।

ওয়েলেসলি প্রবর্তিত অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি প্রয়োগের ফলে কোম্পানির রাজ্যসীমার বাইরেও কোম্পানির রাজনৈতিক ও সামরিক নিয়ন্ত্রণ প্রসারিত হয়েছিল। মিত্রতা গ্রহণকারী রাজ্যগুলির ব্যয়ে কোম্পানির সামরিক শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছিল। সর্বোপরি এই নীতির মাধ্যমে মিত্রতাবদ্ধ দেশীয় রাজ্যগুলিতে অন্যান্য ইউরোপীয় শক্তির অনুপ্রবেশ রোধ করা সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে ইংরেজ শক্তির চিরশত্রু ফরাসি জাতির আশঙ্কা হ্রাস পেয়েছিল। এককথায় অধীনতামূলক মিত্রতা নীতির মাধ্যমে ভারতে কোম্পানির প্রভু সুপ্রতিষ্ঠিত হয়।

25.8 লর্ড মিন্টো : ইঙ্গ-শিখ সম্পর্ক (Lord Minto : The Anglo-Sikh relation)

মোগল শক্তির দুর্বলতা, পানিপথের তৃতীয় যুদ্ধে মারাঠা শক্তির সামরিক বিপর্যয়, আহম্মদ শাহ আবদালির ভারত ত্যাগ ইত্যাদি কারণে পাঞ্জাবে যে রাজনৈতিক শূন্যতার সৃষ্টি হয়, তার সুযোগে শিখ সর্দাররা অমৃতসরে সমবেত হয়ে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল। ক্রমে শিখ সাম্রাজ্য দক্ষিণে মুলতান থেকে উত্তরে কাংড়া ও জম্মু এবং পূর্বে সাহারানপুর থেকে পশ্চিমে আটক পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল। তবে এই শিখ সাম্রাজ্য একটি কেন্দ্রীয় শক্তির অধীনে গড়ে ওঠেনি। ১২টি শিখ মিসলে এই রাজ্য বিভক্ত ছিল। প্রতিটি মিসলের শাসনকর্তা বা নায়ক নিজ নিজ অঞ্চলে স্বাধীনভাবে রাজত্ব করতেন। এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিখ মিসলগুলিকে ঐক্যবদ্ধ করে এক অখণ্ড শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন সুকারচুকিয়া মিসলের নায়ক রণজিৎ সিং।

রাজ্যজয় : ১৭৮০ খ্রিস্টাব্দে সুকারচুকিয়া মিসলের নায়ক মহাসিং-এর পুত্র রণজিৎ সিং জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র ১২ বছর বয়সে পিতার মৃত্যুর পর তিনি সুকারচুকিয়া মিসলের নায়কের পদে অধিষ্ঠিত হন। ক্রমে রণজিৎ সিং-এর অধীনে সুকারচুকিয়া মিসল শক্তিশালী হয়ে ওঠে। ১৭৯৮ খ্রিস্টাব্দে কাবুলের অধিপতি জামাল শাহ পাঞ্জাব আক্রমণ করলে রণজিৎ সিং তাঁকে সাহায্য করেন এবং এই সাহায্যের বিনিময়ে তিনি 'রাজা' উপাধি লাভ করেন ও লাহোরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। জামাল শাহ স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করার কিছুদিনের মধ্যে তিনি নিজেকে স্বাধীন রাজা বলে ঘোষণা করেন। এরপর তিনি অমৃতসর অধিকার করেন (১৮০২ খ্রিঃ)। অমৃতসর অধিকার করার কিছুদিনের মধ্যেই রণজিৎ সিং শতদ্রু নদীর পশ্চিম তীরস্থ শিখ মিসলগুলি জয় করেন এবং শতদ্রু নদীর উত্তরাঞ্চলে রাজ্য বিস্তার করেন। রণজিৎ সিং এরপর শতদ্রু নদীর পূর্বতীরস্থ শিখ মিসলগুলিকে জয় করার জন্য সচেষ্ট হন। রণজিৎ সিং-এর শক্তি বৃদ্ধিতে শঙ্কিত শিখ সর্দাররা ইংরেজদের সাহায্য প্রার্থনা করলে ইংরেজরা পাঞ্জাবে হস্তক্ষেপ করার সুযোগ লাভ করে।

কোম্পানীর সঙ্গে সম্পর্ক ও অমৃতসরের সন্ধি : তদানীন্তন ভারতের বড়োলাট লর্ড মিন্টো রণজিৎ সিং-এর অগ্রগতি রোধ করার জন্য কী নীতি গ্রহণ করবেন তা নিয়ে দ্বিধায় পড়েন। কারণ এই সময়ে ইউরোপে নেপোলিয়ানের সঙ্গে ইংল্যান্ডের যুদ্ধ চলছিল। ফলে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে ফরাসি আক্রমণের সম্ভাবনা ছিল। এই পরিস্থিতিতে ইংরেজরা রণজিৎ সিং-এর বিরুদ্ধে কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। ইংরেজরা ফরাসি আক্রমণকে প্রতিহত করার জন্য রণজিৎ সিং-এর মিত্রতা লাভ করতে এবং অন্যদিকে শতদ্রুর পূর্বতীরে রণজিৎ সিং-এর অগ্রগতি রোধ করতে চেয়েছিলেন। এই উদ্দেশ্যে লর্ড মিন্টো চার্লস মেটাকাফকে দূত হিসাবে রণজিৎ সিং-এর রাজদরবারে প্রেরণ করেন। ইঙ্গ-শিখ মৈত্রীর শর্ত হিসেবে রণজিৎ সিং সমগ্র শিখ রাজ্যের উপর আধিপত্য দাবি করেন। ইতিমধ্যে ইউরোপে স্পেনের কাছে নেপোলিয়ান পরাজিত হলে ভারতের ফরাসি আক্রমণের সম্ভাবনা দূরীভূত হয়। এই অবস্থায় লর্ড মিন্টো রণজিৎ সিং-এর সঙ্গে মিত্রতা স্থাপনে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন না। তিনি রণজিৎ সিং-এর বিরুদ্ধে একটি সামরিক বাহিনী প্রেরণ করেন। ইংরেজদের সামরিক শক্তির সঙ্গে পেরে ওঠা সম্ভব নয় একথা উপলব্ধি করেই রণজিৎ সিং ইংরেজদের সঙ্গে অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষর করেন (১৮০৯ খ্রিঃ)। এই সন্ধির শর্তানুসারে স্থির হয় যে, রণজিৎ সিং শতদ্রু নদীর পূর্বতীরে রাজ্যবিস্তার করবেন না। শতদ্রুর পূর্বতীরস্থ শিখ মিসলগুলি ইংরেজদের নিয়ন্ত্রণাধীনে আসার ফলে শতদ্রু নদী ব্রিটিশ ভারতের সীমানা রূপে চিহ্নিত হয়।

অমৃতসরের সন্ধি স্বাক্ষরিত হবার ফলে রণজিৎ সিং-এর অখণ্ড শিখ সাম্রাজ্য স্থাপনের আশা বিনষ্ট হয়ে যায়। তাই অমৃতসরের সন্ধি রণজিৎ সিং-এর কূটনৈতিক পরাজয় বলে অনেকে মন্তব্য করেছেন। ঐতিহাসিকদের এই উক্তি যথার্থ নয়। অখণ্ড শিখ সাম্রাজ্য গঠনে রণজিৎ সিং-এর এই কৌশল বাস্তববুদ্ধির পরিচয় বহন করে। কারণ এই সন্ধি স্বাক্ষর না করলে ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর যুদ্ধ ছিল অনিবার্য। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার যথার্থই বলেছেন যে, প্রায় সমগ্র ভারতের ক্ষমতার অধিকারী ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা রণজিৎ সিং-এর পক্ষে পাগলামির পরিচয় হত। অমৃতসর সন্ধির মধ্য দিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে রণজিৎ সিং-এর মৈত্রী সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল, তা তাঁর মৃত্যুর সময় পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।

লর্ড ময়রা : প্রথম ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ : ১৮০১ খ্রিস্টাব্দে ইংরেজ কোম্পানি অযোধ্যার নবাবের কাছ থেকে গোরক্ষপুর জেলাটি লাভ করার ফলে কোম্পানির রাজ্য নেপাল সীমান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। এর ফলে কোম্পানির সঙ্গে মাঝে মাঝেই নেপালের সংঘর্ষ দেখা দিত এবং এইরকম একটা সংঘর্ষকে কেন্দ্র করে প্রথম ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধ শুরু হয় (১৮১৪ খ্রিঃ)। এই যুদ্ধ লর্ড ময়রার শাসনকালে সংঘটিত হয়েছিল। প্রথমে ইংরেজ বাহিনী যুদ্ধে বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। পরে অক্টারলোনির নেতৃত্বে ইংরেজ বাহিনী নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডু অবরোধ করলে নেপাল সন্ধি করতে বাধ্য হয়। দু-বছর যুদ্ধ চলার পর (১৮১৪-১৬ খ্রিঃ) উভয় পক্ষের মধ্যে সগৌলির সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়। এই সন্ধির শর্তানুযায়ী স্থির হয় যে—(১) গাড়োয়াল এবং কুমায়ুনের সিমলা, নৈনিতাল, আলমোড়া, মুসৌরি প্রভৃতি অঞ্চল নেপাল ইংরেজ কোম্পানিকে ছেড়ে দেবে। (২) নেপালের রাজধানী কাঠমাণ্ডুতে একজন ইংরেজ রেসিডেন্ট নিযুক্ত হবে। (৩) কোম্পানির সৈন্যবাহিনীতে গোর্খা সৈন্য নিয়োগের অধিকার নেপাল মেনে নেয়। ইঙ্গ-নেপাল যুদ্ধে সাফল্য লাভ করার পুরস্কার হিসেবে কলকাতায় অক্টারলোনি মনুমেন্ট নির্মিত হয় বর্তমানে যা শহীদ মিনার নামে পরিচিত।

লর্ড ময়রা : তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮ খ্রিঃ) : লর্ড ময়রার শাসনকালে (১৮১৩-২৩ খ্রিঃ) সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ (১৮১৭-১৮১৮ খ্রিঃ)। এই যুদ্ধের সূচনা হয়েছিল পেশোয়ার সঙ্গে গায়কোয়াড়ের বিরোধকে কেন্দ্র করে। পেশোয়ার প্রাপ্য কর না দেওয়ায় গায়কোয়াড়ের সঙ্গে পেশোয়ার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য গায়কোয়াড়ের সঙ্গে পেশোয়ার বিরোধ সৃষ্টি হয়। এই বিরোধ মীমাংসার জন্য গায়কোয়াড়ের মন্ত্রী গঙ্গাধর শাস্ত্রী পেশোয়ার দরবারে উপস্থিত হন। ১৮১৫ খ্রিস্টাব্দে ২০ জুলাই গঙ্গাধর শাস্ত্রী নিহত হলে ব্রিটিশ রেসিডেন্ট এলফিনস্টোন এই হত্যাকাণ্ডের জন্য পেশোয়ার পরামর্শদাতা ত্রিম্বকজিকে দায়ী করেন এবং তাঁকে বন্দি করা হয়। ত্রিম্বকজি কারাগার থেকে পলায়ন করেন। ত্রিম্বকজির পলায়নের পিছনে পেশোয়ার হাত আছে বলে এলফিনস্টোন অভিযোগ করেন। তদানীন্তন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস (যিনি লর্ড ময়রা নামেও পরিচিত) তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার নীতির স্বার্থে পেশোয়া দ্বিতীয় বাজীরাওকে অপমানজনক 'পুনার চুক্তি' (১৮১৭ খ্রিঃ) স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেন। ইংরেজদের এই ঔদ্ধত্যের বিরুদ্ধে পেশোয়া, সিন্ধিয়া, ভোঁসলে ও হোলকার একযোগে ব্রিটিশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করলে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধ শুরু হয়। কিন্তু ১৮১৭ খ্রিস্টাব্দে হোলকার ও ভোঁসলে 'মহিদপুর' ও 'সিতাবলদির যুদ্ধে' পরাজিত হন। অন্যদিকে পেশোয়া ও সিন্ধিয়া 'অস্টি' ও 'কেলেগাঁও-এর যুদ্ধে' পরাজিত হলে তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের অবসান ঘটে। দ্বিতীয় বাজিরাও পেশোয়া পদ থেকে অপসারিত হয়ে ইংরেজদের বৃত্তিভোগীতে পরিণত হন এবং তাঁকে কানপুরের কাছে বিঠুরে নির্বাসিত করা হয়। ভোঁসলের রাজ্যও কোম্পানির সাম্রাজ্যভুক্ত করা হয়। হোলকার অধীনতামূলক মিত্রতা নীতি গ্রহণ করতে বাধ্য হন। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধের ফলে মারাঠা শক্তির উচ্ছেদ হয়। মারাঠা রাজ্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হওয়ার ফলে একমাত্র পাঞ্জাব ও সিন্ধু ছাড়া ভারতের বিশাল অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। বোম্বাই ব্রিটিশের প্রধান বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত হয়। ঐতিহাসিক পার্সিভাল স্পীয়ার বলেন যে, ১৮১৮ খ্রিস্টাব্দে পেশোয়া পদের বিলুপ্তির ফলে ভারতের ইতিহাসের চাকা অন্যপথে চালিত হয়। তৃতীয় ইঙ্গ-মারাঠা যুদ্ধে মারাঠা শক্তির পরাজয় ''ভারত ইতিহাসের এক জলবিভাজিকা'' (Water Shade of Indian History)।

ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড হেস্টিংস (লর্ড ময়রা)-এর শাসনকালে উদয়পুর, যোধপুর, জয়পুর, কোটা, বুন্দি প্রতাপগড় প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ইংরেজদের সঙ্গে অধীনতামূলক মিত্রতা নীতিতে স্বাক্ষর করে। এর ফলে ভারতের এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়।